কালের কণ্ঠ

23 OCT 2016

পৃঃ ২০ কলাম ৫

প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে তালগোল

শরীফুল আলম সুমন ▷

- শেষ মুহূর্তে জেএসসি পরীক্ষা নিতে অপারগতা মন্ত্রণালয়ের
- এ বছর থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত হলেও শিশুদের দিতে হচ্ছে পিইসি পরীক্ষা
- জেএসসি পরীক্ষা নিয়ে আজ সংবাদ সম্মেলন

চলতি বছর থেকে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত হওয়ায় অষ্টম শ্রেণি শেষেই প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) বা প্রাথমিক স্কুল সার্টিফিকেট (পিএসসি) পরীক্ষা হওয়ার কথা। পঞ্চম শ্রেণি শেষে কোনো পরীক্ষা নিতে হলেও তা কোনোভাবেই পিইসি বা পিএসসি পরীক্ষা হওয়ার কথা নয়। আবার অষ্টম শ্রেণি শেষে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হওয়ায় কোনোভাবেই ওই পরীক্ষার নাম হওয়ার কথা নয় জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষা। তা সত্ত্বেও দুটি পরীক্ষাই গ্রহণ করার দায়িত্ব নেয় প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। আগামী ১ নভেম্বর থেকে জেএসসি ও জেডিসি এবং ২০ নভেম্বর থেকে পিএসসি পরীক্ষা শুরু করার লক্ষ্যে সময়সূচিও প্রকাশ করে তারা। কিন্তু জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা শুরু হওয়ার মাত্র ১২ দিন আগে গত বৃহস্পতিবার জেএসসি পরীক্ষা নিতে অপারগতা প্রকাশ করে তারা। শুধু জেএসসি ও পিইসি পরীক্ষাই নয়, পুরো প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়ন নিয়েই তালগোল পাকিয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান গত বৃহস্পতিবার শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদকে এক ডিও লেটার (আধাসরকারি পত্র) পাঠিয়েছেন। এতে উল্লেখ করা হয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাদের এ পরীক্ষা নিতে বলেছিল। কিন্তু যেহেতু মন্ত্রিসভা এ বিষয়ে তাদের কোনো কর্তৃত্ব দেয়নি তাই সে বিষয়টিও শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ মন্ত্রিসভায় পরবর্তী সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত এই পরীক্ষা পদ্ধতি আগের মতোই বহাল থাকবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা অবশ্য দাবি করছেন, পরীক্ষার আগ মুহূর্তে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও কোনো অসুবিধা হবে না। কারণ এই পরীক্ষা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ৬

প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে তালগোল

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

মন্ত্রণালয়ের অধীনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হলেও তা নেওয়া হতো বোর্ডগুলোর মাধ্যমেই। শিক্ষা বোর্ডগুলোই এ বিষয়ে প্রস্তুতি নিয়েছে। এখনো তারাই নেবে পরীক্ষা। এখন যেহেতু প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় তাদের অবস্থান জানিয়ে দিয়েছে তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও নতুন করে প্রস্তুতি শুরু করেছে। যথাসময়েই অনুষ্ঠিত হবে জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা। এ দুটি পরীক্ষা নিয়ে বিস্তারিত জানাতে আজ রবিবার সকাল ১১টায় সংবাদ সম্মেলন ডেকেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নজরুল ইসলাম খান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'জেএসসি পরীক্ষা গ্রহণের জন্য ফরমালি আমাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। মুখে বললে তো হবে না, কাগজে-কলমে দিতে হবে। তাই আমাদের মন্ত্রী মহোদয় তাঁর অবজারভেশন শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছেন। শিক্ষানীতিতে একটা প্রাথমিক সমাপনীর কথা বলা হয়েছে। তবে পঞ্চম শ্রেণি শেষে বৃত্তিসহ নানা কারণে আরেকটা পরীক্ষা হওয়া উচিত। তাই এ বিষয়ে আমরা একটা প্রস্তাব দিয়েছি। এখন যদি এর অনুমোদন না পাই তাহলে আমরা কী করব?'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ড. ছিদ্দিকুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'প্রাথমিক শিক্ষা যেহেতু অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত হয়েছে তাই পঞ্চম শ্রেণি শেষে পিইসি পরীক্ষা থাকা উচিত নয়। এই পরীক্ষা বাচ্চাদের জন্য বড় ক্ষতি ডেকে আনছে। অনেক বাচ্চারই এই পরীক্ষার চাপ সহ্য করার ক্ষমতা নেই। এতে মানসিক বিকাশেও বাধা সৃষ্টি করছে। অনতিবিলম্বে পঞ্চম শ্রেণি শেষে এই পাবলিক পরীক্ষা তুলে দেওয়া উচিত।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেয় গত ১৮ মে। এরপর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় পঞ্চম শ্রেণি শেষে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা বাতিল করে তা অষ্টম শ্রেণি শেষে গ্রহণ করার নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়। আর পঞ্চম শ্রেণি শেষে একটি মূল্যায়ন পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। তাই গত ২৭ জুন অষ্টম শ্রেণি শেষে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তাব তোলা হয় মন্ত্রিসভা বৈঠকে। কিন্তু মন্ত্রিসভা সেই প্রস্তাব বাতিল করে পঞ্চম শ্রেণি শেষে পিইসি ও অষ্টম শ্রেণি শেষে জেএসসি পরীক্ষা বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। এর পরও দুটি পরীক্ষা গ্রহণ করার দায়িত্বই নিয়েছিল প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।

এখন অষ্টম শ্রেণি পাস করলেই একটি শিশু প্রাথমিক শিক্ষা স্তর শেষ করেছে বলে ধরা হবে। কিন্তু পরীক্ষার বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত না হওয়ায় পঞ্চম শ্রেণি উত্তীর্ণ হওয়া শিশুদের দেওয়া হবে পিইসি পরীক্ষার সার্টিফিকেট। আর অষ্টম শ্রেণি পাস করা শিশুরা পাবে জেএসসির সার্টিফিকেট। এ বছর যেসব শিশু পিইসি পরীক্ষার সার্টিফিকেট পাবে, আগামী তিন বছরের মধ্যে যদি পিইসি বাতিল করে জেএসসির বদলেই পিইসি পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে একই শিক্ষার্থীকে দুবার বসতে হবে প্রাথমিক সমাপনীতে। প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা নিয়ে এভাবে তালগোল পাকানোর কোনো যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না অভিভাবকরা।

২০০৯ সাল থেকে পিইসি পরীক্ষা চালু হওয়ার পর শিশুদের অসহনীয় চাপের শিকার হতে হচ্ছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবক সবারই চাহিদা থাকে শিশুর জিপিএ ৫ প্রাপ্তির। ফলে শিশুদের দিনরাত পড়ালেখা করতে হচ্ছে। অনেক স্কুলেই পঞ্চম শ্রেণির ক্লাস শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু করে দেওয়া হচ্ছে আলাদা কোচিং। আর এই পরীক্ষা ঘিরে গড়ে উঠেছে বড় ধরনের কোচিং বাণিজ্য। ভালো ফলের জন্য অভিভাবকরাও শিশুদের চাপ দিচ্ছেন। এতে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

অভিভাবক সমন্বয় পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শামীমা সুলতানা নীপা কালের কণ্ঠকে বলেন, 'পিইসি পরীক্ষার জন্য একটি শিশুকে স্কুলের কোচিং, বাইরের কোচিং আর প্রাইভেট নিয়ে সারা দিনই ব্যস্ত থাকতে হয়। একটা ১০ থেকে ১১ বছরের শিশুর পক্ষে এই বাড়তি চাপ নেওয়া সম্ভব কি না সেই চিন্তা কারোর মাথায়ই নেই। ঢাকঢোল পিটিয়ে পিইসি ও জেএসসি পরীক্ষা নেওয়া হলেও জাতীয় ক্ষেত্রে এই সার্টিফিকেটের কোনো মূল্য নেই। তাহলে এই দুটি পরীক্ষার দরকারই বা কী? তবে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত হওয়ায় আমরা আশা করেছিলাম, এবার বোধ হয় পঞ্চম শ্রেণি শেষে পিএসসি পরীক্ষা বাতিল হবে। শিশুদের ওপর চাপ কমবে। কিন্তু সরকার পরীক্ষা বাতিল না করে আবারও বোঝা চাপিয়ে দিল।'

২০১০ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক শিক্ষা ২০১৮ সালের মধ্যে অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সরকার গত ছয় বছরে এটা নিয়ে তেমন কিছুই ভাবেনি। ৬৩ হাজার ৮৬৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ৫৯৬টিতে চলতি বছর অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত খোলা হয়েছে। এর পরও চলতি বছর হঠাৎ করে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। ফলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কেও প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

জানা যায়, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম এত দিন দেখভাল করত শিক্ষা মন্ত্রণালয়। জেএসসি পরীক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষা বোর্ডগুলোও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে। অথচ অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে। তারা ১৩টি শ্রেণির জন্য কারিকুলাম প্রণয়ন ও বই রচনা করলেও এসবের মধ্যে ৯টি শ্রেণিই প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত হওয়ায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে রয়েছে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণি। এই বিদ্যালয়গুলো পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষকদের বেতন-ভাতা দেওয়াসহ মনিটরিংও করে তারা। এখন একই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে দুটি দপ্তরের অধীনে চলতে হবে। শিক্ষকদের বেতন দেবে এক মন্ত্রণালয়, কাজ করতে হবে অন্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে। দুটি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে সৃষ্টি হবে সমন্বয়হীনতা।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য অধ্যাপক ছিদ্দিকুর রহমান বলেন, 'টেকসই সাক্ষরতা, জীবন দক্ষতা ও আদর্শ মানুষ তৈরির জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত করার প্রয়োজন ছিল। এখন প্রয়োজন নতুন কারিকুলাম, নতুন বই। আর ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির শিক্ষকদেরও প্রাথমিক শিক্ষার প্রশিক্ষণ দিতে হবে। তবে যোগ্য লোক দিয়ে কারিকুলাম প্রণয়ন করতে হবে। আর যাঁরা মাধ্যমিকের শিক্ষক তাঁরা কেন প্রাথমিকে আসবেন, সেটাও ভাবনার বিষয়। এ জন্য যাঁরা প্রাথমিকে পড়াবেন তাঁদের সবার চাকরিই সরকারীকরণ করতে হবে।'

দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। এখন পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বিনা বেতনে পড়ছে শিক্ষার্থীরা। পাশাপাশি শিশুদের উপবৃত্তিও দেওয়া হচ্ছে। এ বছর থেকে ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণি প্রাথমিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হলেও তা এখনো অবৈতনিক ঘোষণা করা হয়নি। শিক্ষার্থীদের দিতে হচ্ছে বেতনসহ নানা রকমের ফি। এ ছাড়া কারিকুলাম নিয়েও রয়েছে নানা ধরনের জটিলতা। এখন অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা হওয়ায় দুই স্তরের কারিকুলাম সমন্বয় করা হবে নাকি নতুন করে তৈরি করা হবে, সে বিষয়েও সিদ্ধান্ত হয়নি এখনো।

প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণিতে উন্নীত হওয়ার পর থেকেই জুনিয়র স্কুলের অনুমোদন দেওয়া বন্ধ রয়েছে। তবে বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমতিপ্রাপ্ত জুনিয়র স্কুল রয়েছে দুই হাজার ৩৮১টি। এসব স্কুল এখন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে। এসবের মধ্যে এমপিওভুক্ত স্কুল ৫৫৩টি। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা হলে এক হাজার ৮২৮টি প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি ছাড়া কিভাবে পরিচালিত হবে, তারও কোনো সুরাহা হয়নি।